সম্পাদকের ডেস্ক

ভিন্ন মাত্রায় সালাতের অনুভব

মানুষ কী?—এই প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে না পারলে 'মানুষের সমস্যাগুলো কী কী' তা বুঝাও সম্ভব না, সমাধান কী হবে, তা-ও বাতলানো সম্ভব না। মানুষ কী?—এই প্রশ্নের উত্তর যদি অসম্পূর্ণ-আংশিক-একপেশে হয়, তাহলে যত সমাধানই আপনি খাড়া করবেন সবই হবে অপূর্ণ-আংশিক-একপেশে, যা কখনও কিছুটার সমাধান করবে, কখনও সমস্যাকেই আরও বাড়িয়ে তুলবে।

রেনেসাঁ-এনলাইটেনমেন্ট-মডার্নিটি প্রভৃতি ধাপ পেরিয়ে গত ৭০০ বছরে ইউরোপ তার চিন্তার অভিযাত্রায় আজ যেখানে এসে পৌঁছেছে, তা হলো—বস্তুবাদ। মানুষ-প্রকৃতি-বিশ্ব-জ্ঞান-মন ইত্যাদি সকল প্রশ্নের বস্তুবাদী সংজ্ঞাকে ভিত্তি ধরে নেয়া হয়েছে; কেননা বস্তু স্পষ্ট-সহজ-বোধগম্য। আর বস্তুর বাইরে সকল কিছুর অস্তিত্বকে হয় অস্বীকার করা হয়েছে, বা অপ্রয়োজনীয় সাব্যস্ত করা হয়েছে। পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, বিজ্ঞানবাদ, আধুনিক দর্শন, ইতিহাসবাদ (historicism)—সবই বস্তুবাদের সন্তান। তবে ইউরোপকে একতরফা দোষ দেয়া যায় না, ইউরোপ সাধে পরেনি বস্তুবাদের চশমা। হাজার বছর ধরে জোর করে পরিয়ে রাখা ভাববাদের ঠুলি ইউরোপকে অতিষ্ঠ করে রেখেছিল। মানব প্রবৃত্তির অস্বাভাবিক দমন, যাবতীয় ভোগ পরিত্যাগ, বস্তুগত পরিবর্তনের চেষ্টা ছেড়ে দুঃখকে বরণ, রোগ-ধ্বংস-কষ্টকে প্রায়শ্চিত্ত ভেবে আত্মিক মুক্তির সন্ধান, ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে জোর করে অস্বীকার—পৌলীয় খৃষ্টবাদের ইত্যাকার ভাববাদী অত্যাচার কাঁহাতক সইবে ইউরোপ? উলটোদিকে চার্চ নিজে ভোগ-বিলাসিতার সীমা ছড়িয়ে গেছে—ফ্রান্স-জার্মানি-ইটালির এক-তৃতীয়াংশ জমির মালিক চার্চ[১], পাদ্রীরা বিক্রি করছে বেহেশতের সার্টিফিকেট[২], মঠবাসী সাধুদের যৌনলীলা

---

[১] Will Durant, The Story Of Civilization, p১৭

[২] এর নাম ছিল Indulgence. অর্থ ডোনেশনের মাধ্যমে কিনে নেয়া হত indulgence certificate. নিজের পূর্বপুরুষ, আত্মীয়-স্বজনের নামে সার্টিফিকেট কিনে তাদের বেহেশত নিশ্চিত করা হতে লাগল। সরকার আর চার্চ মিলে ভাগবাটোয়ারা

চাউর হয়ে গেছে।[৩] মানুষের ওপর এই কঠিন জীবনদর্শন চাপিয়ে দিয়ে গুটিকয়েক লোকের সীমাহীন ভোগ-বিলাসিতা-অত্যাচার ইউরোপ আর মেনে নেয়নি।

আর যাতে কোনোদিন এই ভাববাদী দুঃশাসন ফিরে না আসে, সেজন্য 'বস্তুবাদের চরমপন্থা'য় অবস্থান নিয়েছে ইউরোপ। এই অবস্থানেরই ফলাফল আজকের নৈতিকতায় লিবারেলিজম, নারী-দর্শনে নারীবাদ, সফলতার সংজ্ঞায় ভোগবাদ, অর্থক্ষেত্রে পুঁজিবাদ, রাষ্ট্রনীতিতে গণতন্ত্র, সমরনীতিতে রেজিমেন্ট সিস্টেম, ব্যক্তিনীতিতে ক্যারিয়ারিজম, জ্ঞানতত্ত্বে প্রকৃতিবাদ, আধ্যাত্মিকতায় দেশপ্রেম, প্রেরণায় জাতীয়তাবাদ। এই প্রতিটি ক্ষেত্রে একসময় ভাববাদ (পৌলীয় খৃষ্টবাদ) রাজত্ব করেছে। এই প্রতিটি জায়গা থেকে ভাববাদ-কে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে ইউরোপ বদ্ধপরিকর। মানুষের চরম ভাববাদী সংজ্ঞা হটিয়ে এখন মানুষের চরম বস্তুবাদী সংজ্ঞা। অসম্পূর্ণ সংজ্ঞা ও অনুসিদ্ধান্তে আগেও মানবতা ধুঁকেছে, এখনও ধুঁকছে। ভাববাদের যুগে জমিদার-যাজকদের অত্যাচারে প্রজারা ভুগেছে। বস্তুবাদের যুগে উন্নত বিশ্বের প্রজাদের ভোগা শেষ শিল্পবিপ্লবের পর পর, এখন ফার্স্ট-ওয়ার্ল্ডের কাছে ভুগছে থার্ড-ওয়ার্ল্ড।[৪] যেন বিশ্বায়নের গ্লোবাল-ভিলেজে সামন্তরাজা উন্নতবিশ্ব আর প্রজা উন্নয়নশীল-অনুন্নতরা। কিচ্ছু বদলায়নি, মানবজাতি সমাধান পায়নি। ট্রায়াল-এরর করে, নিজেদের মধ্যযুগীয় অভিজ্ঞতাকে পুরো দুনিয়ায় জেনারেলাইজেশন করে, ব্যবসার খাতিরে সব নৈতিক সংস্কার ভেঙে দিয়ে যে সভ্যতা বস্তুবাদ দিয়েছে, তা—

➡ টিকা দেয়া সমকামীদের মধ্য থেকে প্রতি বছর ৪০ হাজার নতুন এইডস রোগী তৈরি করছে।[৫]

➡ ৪ কোটি মডার্ন স্লেভ (দাস) বানিয়ে রেখেছে।[৬]

➡ দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ফিবছর ২০ লক্ষ কিশোরীকে পাচার করছে ইউরোপ-আমেরিকায়।[৭]

➡ মাদকের থাবায় ৩১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ ধুঁকছে।[৮]

করে নিত। Bandler, Gerhard. "Martin Luther: Theology and Revolution." Trans., Foster Jr.,

- ➡ সাড়ে ৮১ কোটি মানুষ না খেয়ে আছে, আর ওদিকে মঙ্গলগ্রহ জয় করা হচ্ছে।[৯]
- ➡ আধ্যাত্মিকতাহীন জীবনে প্রতি ৪০ সেকেন্ডে ১ জন, বছরে ৮ লাখ মানুষ হতাশায় আত্মহত্যা করছে।[১০]
- ➡ অস্ত্রব্যবসায়ীদের মুনাফা পৌঁছাতে পৃথিবীর কোণায় কোণায় গৃহযুদ্ধ হচ্ছে, ৬ কোটি ৯০ লাখ শরনার্থীকে[১১] চুকাতে হচ্ছে সে মূল্য।
- ➡ বস্তুবাদ চাপিয়ে দিতে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নামে ৬০ লক্ষ লোকের প্রাণ[১২] নেওয়া আমেরিকার জন্য বৈধ করে দিয়েছে পৃথিবী।

কেন? সমস্যাটা কোথায়? সমস্যাটা মানুষের সংজ্ঞায়। 'মানুষ স্বার্থপর ও বদ, যৌনতা ও অর্থতাড়িত উন্নত পশু' এই বস্তুবাদী সংজ্ঞার ওপর রাষ্ট্র দাঁড় করালে তা হবে 'পশুদেরই রাষ্ট্র', সমাজের সংজ্ঞা দিলে তা হবে 'যৌনস্বাধীন স্বার্থপরের সমাজ', বাজারের সংজ্ঞা দিলে তা হবে 'দয়ামায়াহীন মুনাফালোভীদের বাজার'। মানুষ বস্তু (দেহ) ও অবস্তুর (আত্মা) সমন্বয়। দুটো মিলেই মানুষ। বলা হচ্ছে—ব্রেইনে ডোপামিন নামক কেমিক্যালের বান, আর তার প্রতিক্রিয়ায় চোখ-মুখের পেশীর সংকোচন—এটাই হাসি-আনন্দ; এর বাইরে আর কিচ্ছু নেই। তাহলে এই আনন্দ'বোধ'-টা কী? এটা তো কেমিক্যালও না, পেশীও না। এই অনুভূতি'বোধ'টা করল কে? ঠিক ২:০০ টায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগকারী সোবহান সাহেবের দেহ তো দেহই আছে। ১:৫৯ মিনিটে কী ছিল তার দেহে, যা ২:০১ মিনিটে আর নেই? কোষগুলো সবই তো তখনো সজীব। বস্তুবাদী পশ্চিমের জবাব হলো—এই বোধ, এই চেতনা, এই ভাব বলে আলাদা কিছু নেই। এগুলো এই ব্রেইন-কেমিক্যালেরই অংশ। হয় না, হিসেব মেলে না। মানুষের বোধ, অনুভব, শিল্প, ধর্মবোধ, শখ, বিবেক—এসবকে কেমিক্যাল বলে দিয়ে দায় এড়ানো যায়, কিন্তু সমাধান মেলে না।

১৪০০ বছর আগে সকল বস্তু-অবস্তুর কারিগর বলে দিয়েছিলেন,

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

“ আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে বানিয়েছি 'মধ্যপন্থী জাতি', যাতে তোমরা

মানুষের জন্য সাক্ষী হও, আর তোমাদের উপর সাক্ষী হবেন রাসূল...।'[১৩]

অর্থাৎ, সকল চরমপন্থী মতাদর্শ ও চরমপন্থী জাতির মাঝে তোমরা হচ্ছো মধ্যপন্থী। তোমাদেরকে নমুনা করে অপরাপর জাতিকে/মতাবলম্বীদের বিচার হবে। আর তোমাদের বিচার হবে রাসূলকে মাপকাঠি রেখে। আদর্শগতভাবে অতিভাববাদী খৃষ্টধর্ম আর অতিবস্তুবাদী পশ্চিমা সভ্যতার ঠিক মাঝখানে অবস্থান ইসলামের। আল্লাহ খোদ মুসলিমদের সম্বোধন করেছেন 'মধ্যপন্থী' উম্মাহ হিসেবে। ইসলামে আধ্যাত্মিকতা জগত-মায়া-চাহিদাকে ত্যাগ করে নয়, এগুলোকে সাথে নিয়ে এগুলোর ভেতরেই আধ্যাত্মিকতা। ইসলাম হলো সেই জীবনপদ্ধতি বা জীবনদর্শন (দ্বীন), যা খোদ স্রষ্টা দিয়েছেন। 'বানালেনই যিনি, তিনিই কি জানবেন না?' যে, মানুষকে কোন উপাদানে বানিয়েছি। বস্তু-অবস্তু, দেহ-আত্মা, ফিতরাত-নৈতিকতা, সমষ্টি-ব্যষ্টি, বায়োলজি-সাইকোলজি, সোশিওবায়োলজি-সোশ্যাল সাইকোলজি-ইকোলজি সকল বিষয় ব্যালেন্স করে সর্বাঙ্গসুন্দর, সর্বোচ্চ কল্যাণদাত্রী জীবনপথ 'সীরাতুল মুস্তাকীম' দেয়া হয়েছে।

➡ হেরা গুহায় ধ্যান, কিন্তু মক্কার বাজারে-মেলায় মেহনত।
➡ পড়ছেন সালাত, কিন্তু জামাআতে।
➡ সারাদিন সিয়াম, সন্ধ্যের পর খাওয়া-সহবাস। 'আমি সিয়ামও থাকি, পানাহারও করি। রাত জেগে সালাত পড়ি, আবার কিছু অংশ ঘুমাইও। বিয়েশাদীও করি। শুনে রাখো, এগুলো আমার সুন্নাহ, আমার পথ। যে আমার পথ পরিত্যাগ করল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।'[১৪]
➡ 'আমার উম্মাতের বৈরাগ্য হলো জিহাদ।'[১৫]
➡ 'রোগাক্রান্ত উট রেখো না সুস্থ উটের সাথে।[১৬] মহামারি এলাকায় যাবে না, সে এলাকা থেকে বেরোবে না।[১৭] ভরসা করো, মহামারিতে মৃত শহীদ'।[১৮]

বস্তুকে বস্তু দ্বারা, অবস্তুকে অবস্তু দ্বারা খোরাক দাও। ওষুধও খাও, তাওয়াক্কুলও করো। শুধু বস্তুর পেছনে ছুটলে অবস্তু পেরেশান হয়, শুধু অবস্তুর পেছনে ছুটলে বস্তু কষ্ট পায়। 'নিজ হাতে নিজেদের ধ্বংস কোরো না। নিজের ওপর রহম করো'। মায়া ত্যাগ করে আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে না। মায়ার যথার্থ লালনেই চূড়ান্ত মুক্তি।

---

[১৩] সূরা বাকারাহ, ২ : ১৪৩।

➡ মায়ের পায়ের নিচেই জান্নাত।
➡ পিতা জান্নাতের দরোজা।
➡ শ্রেষ্ঠ মুমিন যার ব্যবহার ভালো, তার ব্যবহারই ভালো যে তার স্ত্রীর কাছে ভালো। স্ত্রীর মুখে তুলে দেয়া লোকমা শ্রেষ্ঠ সদাকাহ।
➡ কন্যা সন্তান লালনে জান্নাতের ওয়াদা।
➡ উত্তম সন্তান সদাকায়ে জারিয়া।
➡ প্রতিবেশীর হক এতো বেশি বলা হয়েছে, নবিজি আশঙ্কা করেছেন যে, প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ না বানিয়ে দেয়া হয়।
➡ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জাহান্নামী।

বস্তু বুঝা সহজ, করা সহজ, চোখ খুলে রেখেই বুঝা যায়, জানা যায়। চতুষ্পদ জন্তুও বস্তু বোঝে, পাতা দেখে ছাগল এগিয়ে আসে, নরম তোষক দেখলে বিড়াল গড়িয়ে নেয়, ধোঁয়ায় মৌমাছি চাক ছেড়ে দেয়। অবস্তু বুঝতে হলে একটু চোখ বুজতে হয়, কল্পনাশক্তি, অনুভবশক্তিকে, বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হয়। চর্চা করে বুদ্ধিবৃত্তিকে শাণিত করতে হয়, হৃদয়াস্ত্রে ধার দিতে হয়, অনুভূতিকে চোখা করতে হয়। বস্তু বুঝতে আলাদা মেহনতের প্রয়োজন নেই। দেহ-আত্মার সম্মিলনে আত্মা-ই নিরন্তর চর্চার বিষয়। মানুষ বস্তুর দিকে ধাবিত হয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে। চর্চা না হলে, নিজের খোরাক না পেলে ওদিকে বস্তুর খাঁচায় আটকা পড়ে ছটফট করতে থাকে আত্মা। ধনদৌলত, মানসম্মান, ভোগবিলাসের সব বস্তু থাকা সত্ত্বেও জীবন হয়ে পড়ে একাকী, সংকীর্ণ, পেরেশান, অস্থির। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> “ *মহাপবিত্র আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, হে আদম সন্তান! আমার ইবাদাতের জন্য অবসর হয়ে নাও। আমি তোমার অন্তরকে ধনী করে দেব, আর তোমার অভাব দূর করে দেব। আর যদি তা না করো, তাহলে আমি তোমার অন্তর ব্যস্ততা দিয়ে পেরেশান করে দেব, অভাবও দূর করব না।*’[১৯]

আত্মা বস্তুজগতের বাইরের বিষয়, স্রষ্টাও বস্তুজগতের বাইরের বিষয়। আত্মা আল্লাহর আদেশ। এর সম্পর্ক আল্লাহর সাথে, শরীরের সম্পর্ক দুনিয়ার সাথে। দেহের জন্য যেমন লাগে বস্তু (খাবার-পানি-ওষুধ-বিশ্রাম), আত্মার খোরাক হল অবস্তু আল্লাহর সাথে সংযোগ। أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (নিশ্চয়ই কেবল আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্ত হয়)।[২০] সালাত হলো আত্মার প্রধান চর্চা। মালিকের সাথে আত্মার সংযোগ। আল্লাহর সাথে তাঁর আদেশের (রুহ) এই সংযোগ অপরিত্যাজ্য, আবশ্যক, অবিকল্প।

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (নিশ্চয়ই আমিই, আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। অতএব আমার দাসত্ব করো। আমার স্মরণের জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা করো।) আর এই স্মরণের চর্চাকে প্রাত্যহিক জীবনে অনিবার্য করে তোলা চাই। অন্তর-বাহির, সালাতের সময়টুকু এবং তার বাইরে বাকি সময়, নিজের জীবন-পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করার আদেশ। সালাত যেন মনপ্রাণ ছেয়ে থাকে ২৪ ঘণ্টা, বস্তুর মাঝে থেকেই যেন জারি থাকে আত্মার চর্চা। সালাতের শিক্ষা, আল্লাহর সাথে সংযোগের অনুভব, জবাবদিহিতার দায়বোধ যেন তাড়িয়ে ফেরে দিনমান। সর্বত্র প্রতিষ্ঠা পেয়ে দেহ-পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র-বাজার-মানবীয় কাজকর্ম ইত্যাদি বস্তু যেন চালিত হয় আত্মার শুদ্ধতা দ্বারা। ঐচ্ছিক করে দিলে বস্তুর প্রভাবে কেউই এদিকে ফিরবে না। বস্তুবাদ যে আত্মাহীন মানুষের সংজ্ঞা দেয়, তার থেকে বেরোনো আধ্যাত্মিকতাহীন পরিবার, আধ্যাত্মিকতাহীন সমাজ, আধ্যাত্মিকতাহীন রাষ্ট্র, আধ্যাত্মিকতাহীন বাজারে সমস্যার অন্ত নেই। কেননা মানুষের একটা উপাদানকেই গোনায় ধরা হয়নি। যেন, মোবাইলের বাইরে ময়লা হয়েছে দেখা যাচ্ছে, তাই সমাধান হলো আচ্ছা করে ডিটারজেন্ট দিয়ে ধোও। কিন্তু ভেতরে যে অদেখা আরও উপাদান আছে, যা পানি লাগলে নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং পানি দিয়ে ধোয়াটা অসম্পূর্ণ সমাধান, এবং ক্ষতিকরও। আজ মানবজীবনেরও একই হাল।

এজন্য পুরো ইসলামী জীবনব্যবস্থা ও জীবনাদর্শের কেন্দ্রীয় বিধান হলো সালাত। সালাত ছাড়া দ্বীনের আর কোনো অর্থ থাকে না। সালাত ত্যাগ ব্যক্তিকে কুফর-শিরকে পৌঁছে দেয়।[২১] ঈমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্য হলো সালাত ত্যাগ। যার সালাত নেই, তার দ্বীন নেই। দ্বীনের ক্ষেত্রে সালাতের মর্যাদা এমন, যেমন শরীরের জন্য মাথা।[২২] হাশরে সর্বপ্রথম হিসেব হবে সালাতের। ঈমানের (সত্যায়ন) দরুন পরকালে উপকৃত হলেও উভয় জাহানে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো সে। হাইয়্যা আলাল ফালাহ—কল্যাণের দিকে ডাকা হতো তাকে দুনিয়াতে। সালাত ছেড়ে দিয়ে আত্মাকে খোরাকবঞ্চিত করলে তার ক্ষতি-অকল্যাণ বস্তুগত স্কেলে এতো বেশি যে, 'যার এক ওয়াক্ত সালাত ছুটে গেল, তার যেন পরিবার-পরিজন, মাল-দৌলত সব ছিনিয়ে নেয়া হলো।'[২৩]

তবে আফসোসের বিষয়, যে সালাত আমাদেরকে আত্মার চর্চা করাবে, সে নিজেই আজ বস্তুর খাঁচায় আটকা। বস্তুদেহের ওঠবস, ভেতরে বস্তুদুনিয়ার চিন্তা। কোথায় গেল সেই সংযোগ, সেই আত্মার চর্চা, সেই স্মরণ? হাদীসের সহীহ-যঈফ যাচাই পর্যন্ত গিয়ে কেন

---

[২১] মুসলিম, ২৪৭।

[২২] তাবারানি আওসাত। তারগীব, ১/২৪৬; হুসাইন বিন হাকিম একক বর্ণনাকারী।

আটকে গেছি আমরা? কালির অক্ষরের ভেতরে যে আত্মার অনুভব, দাওয়াতের মাঝে স্রেফ সহীহ কথাটুকু জানিয়ে দেবার গভীরে যে উম্মাহর দরদ, সালাতের মতভেদের গহীনে যে আল্লাহর সাথে সংযোগ—এই আত্মিক বিষয়গুলো হয়ে গেছে গৌণ। অথচ উদ্দেশ্যই ছিল সেটা—বস্তুর নেশা কাটিয়ে আত্মাকে জাগানো ও জাগিয়ে রাখা। সালাত কেবল শেখার জিনিস না, এটা মনোযোগের সাথে চর্চার জিনিস, মেহনত করে বানানোর জিনিস। দাঈর দাওয়াতের জোর বাড়বে সালাত দ্বারা। এলোমেলো জীবন গোছানো হবে সালাতের দ্বারা। এই সংযোগ ছাড়া, সংযোগের অনুভূতি ছাড়া ইলম-সালাত-দাওয়াত সব নিষ্প্রাণ। দাওয়াতের পরিপূর্ণতা আসতেই পারে না 'আল্লাহর সাথে সম্পর্কের অনুভূতি' ছাড়া। আর সেই অনুভূতির প্রধানতম চর্চা হলো সালাত। আর এই সালাতের ব্যাপারেই আমাদের যত ঔদাসীন্য।

নিজেকে নিজে সময় দিন, সালাত বানান। সালাতের পেছনে সময় দেয়াকে বেকার ভাববেন না। বাসায় থেকে নিজের জন্য সময় বের করাই কঠিন। দিনের একটা অংশ মাসজিদে কাটান, হতে পারে ফজর থেকে ইশরাক, বা মাগরিব থেকে ঈশা। মাঝে মাঝে নফল ইতিকাফে যান। অনুভূতি লাগবে ভাই, জান্নাত বিষয়ক সহীহ হাদীসের সাথে জান্নাতের অনুভূতিও চাই। আল্লাহর আলোচনার লেকচার এক জিনিস, আর আল্লাহর উপস্থিতির অনুভব আরেক জিনিস। জীবন বদলে যাবে একবার অনুভবে এলে।

ড. খালিদ আবূ শাদীর 'সালাত' বইটা প্রকাশক মহোদয় দিয়েছিলেন সম্পাদনা করতে। সম্পাদনা করতে গিয়ে সালাতের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উন্নতি হয়েছে আমার। সম্পাদনার এক পর্যায়ে মনে হলো, সালাত নিয়ে আর কোনোদিন লেখা হবে কি না। এর চেয়ে যেখানে যা পেয়েছি, এক জীবনে যা কিছু শিখেছি আলিমদের মজলিসে-কেতাবপত্রে সব দিয়ে দিই পাঠকের সামনে। কোন কথা কার কাজে লেগে যায়, কে জানে। দাঈ মিশারী আল-খারাজের কাজগুলো বিশেষ উপকারে এসেছে। একটা প্র্যাক্টিসবুক বলা যায় বইটিকে, সপ্তাহে একবার করে চোখ বুলাতেই হবে। একদম শেষে কিছু মূল পয়েন্ট আছে ঘরে টাঙানোর জন্য, যাতে চলতে ফিরতে চোখে পড়ে। আর অনুভব জাগানোর জন্য পুরো বই। আল্লাহ আমাদের ভুলগুলো মাফ করুন।